~~226~~ 64

তারিখ ··· 11 FEB 1995 ··· ···
পৃষ্ঠা · ৪ কলাম ৩

দৈনিক সংবাদ

পরীক্ষার ফরম বিক্রিতেও 'অতিরিক্ত' আদায়!

দেশের মেডিক্যাল কলেজগুলোতে এমবিবিএস কোর্সে ভর্তি পরীক্ষা হবে মার্চের মাঝামাঝি। তার জন্য ফরম বিক্রির কাজ শুরু হয়ে গেছে। এদিকে একজন পত্রলেখক সহযোগী দৈনিকে এই ফরম বিক্রি বাবদ অতিরিক্ত মূল্য আদায়ের অভিযোগ করে চিঠি লিখেছেন। ফরমের নির্ধারিত মূল্য ২০ টাকা। কিন্তু ছাত্র–ছাত্রী কিংবা তাদের অভিভাবকদের নাকি দিতে হচ্ছে তার কয়েকগুণ বেশি। ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানানোও নাকি ভয়ের ব্যাপার। ফরমের মূল্যের সাথে মসজিদের চাঁদা, কর্মচারী উন্নয়নের তহবিলে চাঁদা, ছাত্র সংসদের চাঁদা ইত্যাদি দিতেই হচ্ছে। পত্রলেখকের অভিযোগ, দেশের প্রায় প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজেই নাকি এমন চাঁদাবাজির ঘটনা ঘটছে। ভদ্রলোক জানতে চেয়েছেন, চাঁদাবাজির অভিযোগে যদি রাস্তাঘাটের কিশোর–তরুণ অপরাধীদের ধরা হয় তো মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষকে কেন ধরা হবে না?

বর্ণিত ঘটনা সত্য হলে যে প্রশ্ন পত্রলেখক রেখেছেন তাকে হাল্কাভাবে উড়িয়ে দেয়া যাবে না। ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ছাত্র–ছাত্রীরা ভর্তির সময় নিয়ম অনুযায়ী এসব মসজিদ ফি, কর্মচারী ফি, সংসদ ফি ইত্যাদি দেবে, তাতে কেউ আপত্তি করছে না। কিন্তু ভর্তির জন্য আবেদন করতে আসা মাত্রই যদি কেউ এভাবে অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধের শিকার হয়, তবে তাকে আমরা চাঁদাবাজির কোন্ ক্যাটাগরিতে ফেলবো? পত্রলেখক সন্দেহ করে বলেছেন, যারা এসব অন্যায়ের প্রতিবিধান করার কথা, তারা এসব দেখছে না এজন্য যে, আদায় করা অতিরিক্ত মূল্যের একটি অংশ তাদের পকেটেও জমা হচ্ছে। সন্দেহটিকে উড়িয়ে দেয়ার উপায় নেই। তবে এও সত্য যে, কোন কোন ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ এদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েন কিংবা সংগঠিত এসব গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যেয়ে ঝামেলায় জড়ানোর ঝুঁকি নিতে চান না। আমাদের ধারণা, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই 'ঝুঁকি' হয়তো নিতে চাইতেন যদি ওপর থেকে যথেষ্ট সহযোগিতা পাওয়ার আশা থাকতো।

আমরা মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষকে বলছি উত্থাপিত অভিযোগের সত্যাসত্য তলিয়ে দেখে প্রতিকারের উদ্যোগ নেন। দেশের চালু মেডিক্যাল কলেজগুলোর ওপর যারা কর্তৃত্ব করেন তাদের কাছে আমাদের অনুরোধ, ফরম বিক্রির মাধ্যমে দু'টো পয়সা কামানোকে তারা যেন অন্য কোন বড় দুর্নীতির সঙ্গে তুলনা করে 'ছোটখাটো ব্যাপার' না ভাবেন। এদেশে ছোট সমস্যা বড় হয়ে উঠতে বেশি সময় লাগে না।